দৈনিক
ইত্তেফাক

20 MAY 2017

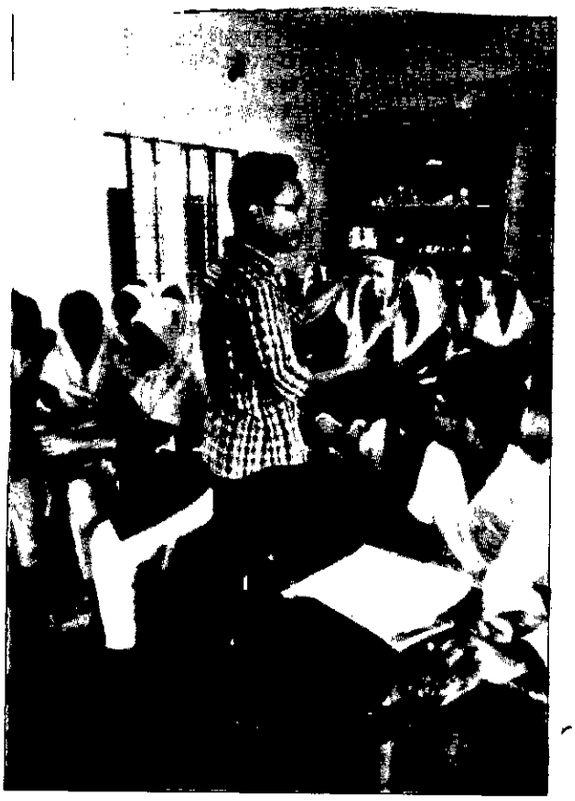

হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন মাসুদ পারভেজ সবুজ —ইত্তেফাক

# প্রত্যন্ত স্কুলে হাতে-কলমে বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ

## সবুজের সায়েন্স ক্লাব

■ রফিকুল ইসলাম রবি

বিজ্ঞান শিক্ষা মুখস্থের বিষয় না, বিষয়টি মজার। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দিকে ভালো করে খেয়াল করলেই বিজ্ঞানের প্রমাণ মিলে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাসুদ পারভেজ সবুজের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি ঠিক এরকমই। নিজ প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলেছেন সায়েন্স ক্লাব।

ছোট বেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আলাদা আগ্রহ সবুজের। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি বিভাগে ভর্তির পর ক্লাসে বসেই বিজ্ঞান নিয়ে ভাবেন এই শিক্ষার্থী। যেই ভাবা, সেই কাজ। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞান মনস্ক কিছু বন্ধু নিয়ে গড়ে তুলেন বিজ্ঞান সংগঠন। নাম দেন সায়েন্স ক্লাব। ক্লাবের সভাপতি পদটা তার দখলে। এখন তার ক্লাবে সদস্য সংখ্যা ৬শ।

মাসুদ পারভেজ সবুজ ইত্তেফাককে বলেন, বিজ্ঞান যে শুধুমাত্র বইয়ে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় হাতে-কলমে শিখে যে মানসিক তৃপ্তিও পাওয়া যায় তা প্রমাণের জন্যই এমন সংগঠন গড়ে তুলেছি।

ক্লাবটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল ঘুরে বিজ্ঞান শিখায়। সবুজ বলেন, বিজ্ঞানে শহরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে। তারা বিষয়টিকে কঠিন মনে করে এবং না বুঝে মুখস্থ করে। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়টি মজার, যা হাতে কলমে শেখা যায়। সাইন্স ক্লাবের সদস্যরা প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলো ভ্রমণ করি এবং সেখানকার বিজ্ঞান পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের বিজ্ঞান অধ্যায়গুলো হাতে কলমে মজা করে শেখাই।

এ ছাড়াও নানা উদ্ভাবনী কাজও করছে ক্লাবটি। যানজট নিরসনের জন্য তৈরি করেছে 'মাইক্রো ক্লোভার লিপ' নামক মাস্টারপ্লান। সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তরুণ শিক্ষার্থী পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সঞ্জিত মণ্ডল, সুমন সূত্রধর ও আইসিটি বিভাগের মাসুদ পারভেজ সবুজ এই মাস্টারপ্লানটি উদ্ভাবন করেন।

প্লানটি সম্পর্কে সবুজ বলেন, 'মাইক্রো ক্লোভার লিপ' একটি সেমি আন্ডার পাস ও সেমি ফ্লাইওভার সিস্টেম যা যানজট নিরসন করবে। এটি তৈরিতে ফ্লাইওভার বা আন্ডারব্রীজ থেকে তিনগুণ কম খরচ হবে। যেখানে একই সঙ্গে থাকবে ফুটপাথ, ইউটার্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

### প্রত্যন্ত স্কুলে হাতে-কলমে

২০ পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া সায়েন্স ক্লাবের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পাঠচক্র এবং বিজ্ঞান মুক্ত আলোচনা। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে লেকচার তৈরি করেন এবং সবার সামনে তা উপস্থাপন করেন ও, স্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

লক্ষীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন সবুজ। প্রতাপগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও নোয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর ভর্তি হয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগে। দেশের প্রত্যেক স্কুলে সায়েন্স ক্লাব করতে চান সবুজ। স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে এমন উদ্যোগ জরুরি বলে মনে করেন তিনি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি টেলিস্কোপ ব্যবস্থা করতে চান যা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পাশাপাশি গড়ে তুলতে চান বিজ্ঞান লাইব্রেরি। যেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলোর বাংলা অনুবাদ পাওয়া যাবে।